এক পশলা জীবনানন্দ

▣ অয়ন মুখার্জি

একদিন সব ছেড়ে চলে যাবো
টুপ্ করে ঝরে পড়া হিমের মতো।
পড়ে রবে তেলকুপি দেউলের বৈকালির দুপুর,
পড়ে রবে ভৈরবী বাউলের একতারা সুর,
ঝরাপাতার মতো শুয়ে থাকবে কালবৈশাখী
বিকেল।

চলে যাবো অজানা দ্রাঘিমাংশের দ্বীপে।
অত্রি নক্ষত্রের নিভু আলো যেথা চুমে বালুরাশি,
চাঁচরের বাঁকা চাঁদ জেগে রয় তটে।
সেইখানে রব আমি জেগে।

একদিন সব ছেড়ে চলে যাবো
বাংলার ধুলোমাখা মেঠো পথ ধরে।
দেখিবে না মোরে আর আশ্বিনের শিউলির
ভোরে;
পাবেনাকো আমারে যে মধুক্ষরা কীর্তনের দলে
বিষন্ন মাঘকুয়াশার সাঁঝে আর নেবোনাকো
আগুনের ওম।

চলে যাবো ছায়াপথের গোলকধাঁধায়
কালপুরুষের তরবারি লয়ে হাতে।
জীবনের কলরব যবে পরশিবে দ্বারে,
সেইক্ষণে খুঁজে পাবে মোরে।

তারপর অযুত আলোকবর্ষ দিয়ে পাড়ি
আবার ফিরিব আমি এক মহালয়া ভোরে।
আবার বাঁধিব গান গোড়াইয়ের কবির দলে,
খেঁজুরছড়ি ধানকাটা মাঠে গেঁয়ো যাত্রাপালায়,
আবার দেখিবে মোরে বাঁকাদহের মেলায়।
শ্যাম বাংলার চড়ুই আর বাবুইয়ের নীড়ে
আবার আসিব আমি ফিরে।